আলমডাঙ্গা পৌর নির্বাচনে বিদ্রোহী প্রার্থী আওয়ামী লীগ নেতা

আলমডাঙ্গা পৌরসভা নির্বাচনে আওয়ামী লীগের দলীয় মনোনয়ন না পাওয়ায় বিদ্রোহী প্রার্থী হয়ে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন স্থানীয় পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মতিয়ার রহমান ফারুক।

গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা ও সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা এম,এ,জি মোস্তফা ফেরদৌসের কাছে মনোনয়নপত্র জমা দেন তিনি।

সূত্রে জানা যায়, আলমডাঙ্গা পৌরসভা নির্বাচনে মেয়র পদে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পেতে আবেদন করেন মতিয়ার রহমান ফারুক। কিন্তু এখানে আওয়ামী লীগের দলীয় প্রার্থী মনোনীত হন উপজেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি ও বর্তমান মেয়র হাসান কাদির গনু।

দলীয় মনোনয়ন না পাওয়ায় স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়ে মনোনয়ন ফরম জমা দেন মতিয়ার রহমান ফারুক।

আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি হাসান কাদির গনু মনোনয়ন পাওয়ার পর পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মতিয়ার রহমান ফারুক মেনে নেননি দলীয় সিদ্ধান্ত। ফলে দলীয় সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন ফারুক। হয়েছেন বিদ্রোহী প্রার্থী।

মনোনয়নপত্র জমা প্রদানের সময় উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা পৌর আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আবু জিহাদ লাক্চু, সাংস্কৃতিক বিষয়ক সম্পাদক আব্দুল লতিফ প্রধান, দপ্তর সম্পাদক মাসুদ সালেহীন উৎপল, দেখি বাংলার রূপ ও পৌর আওয়ামী লীগের কোষাধ্যক্ষ শরীফুল ইসলাম শাখা, শ্রম বিষয়ক সম্পাদক সাগর আহম্মেদ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক নাসিম শেখ, প্রচার সম্পাদক মিজানুর রহমান, ৬ নং ওয়ার্ড যুবলীগ সভাপতি শুভ, যুবলীগ নেতা বাপ্পি, ছাত্রলীগ নেতা সৈকত, জীবন, অপু, অভি, সুইট, লিমন প্রমুখ।

[redacted]

[redacted]

কেন্দ্র করে বল্টু নামের এক আওয়ামী লীগ নেতা নিহত হয়েছে। এদিকে কাউন্সিলর প্রার্থীর ভাই নিহত হওয়ার ৫ ঘন্টা পর একই ওয়াডের কাউন্সিলর প্রার্থী আলমগির হোসেন বাবুর মরদেহ শৈলকুপার কুমার নদের দেবতলা নামক স্থান থেকে পুলিশ অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করে মর্গে পাঠিয়েছে বলে জানান শৈলকুপা থানার সেকেন্ড অফিসার আমিরুজ্জামান।

নিহত কাউন্সিলর প্রার্থী আলমগির হোসেন বাবুর স্ত্রী ইতি খাতুন অভিযোগ করেন আমার স্বামীকে পরিকল্পিত ভাবে হত্যা করা হয়েছে। প্রার্থী মারা যাওয়ার কারণে ৮নং ওয়ার্ডের পুরুষ কাউন্সিলরদের ভোট স্থগিত করেছে নির্বাচন কমিশন বলে জানান, উপজেল সহকারী রিটারনিং অফিসার জুয়েল আহাম্মেদ। এব্যপারে শৈলকুপা থানা তদন্ত অফিসার মহসিন হোসেন জানান, এলাকায় ব্যাপক পুলিশ মতায়েন করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় স্কুলছাত্রকে মারধরের ঘটনায় থানায় অভিযোগ: বাদীকে হুমকি

জমি সংক্রান্ত পূর্ব শত্রুতার জের ধরে স্কুল ছাত্রকে মারপিটের ঘটনায় থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। এদিকে অভিযোগ তুলে নিতে বাদীকে মারধর ও প্রাণ নাশের হুমকি দেওয়া হয়েছে।

জানাগেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার খাদেমপুর রংপুর গ্রামের ইকরাম হকের ছেলে স্কুল পড়ুয়া রাব্বি হাসান ও স্বপন হোসেনের স্কুল পড়ুয়া ছেলে সোলায়মান হোসেন গত সোমবার সকাল ১১ টার দিকে রংপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে খেলা করছিলো।



এ সময় সোলায়মান ও রাব্বির মধ্যে খেলাকে কেন্দ্র করে মারামারি হয়। এ সময়, সোলায়মান তার চাচা মহমদ আলির ছেলে সাইমকে ডেকে নিয়ে

আসে।

সাইম এসে স্কুল ছাত্র রাব্বিকে গলা টিপে ও গাছের ডাল দিয়ে বেধড়ক মারপিট করে। মারপিটের ঘটনায় রাব্বি গুরুতর আহত হয়ে।

পরিবারের লোকজন রাব্বিকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করে।

এ ঘটনায় স্কুল ছাত্রের পিতা বাদি হয়ে গত বুধবার আলমডাঙ্গা থানায় লিখিত অভিযোগ করেন। এদিকে, অভিযোগ তুলে নিতে রাব্বিকে গুম ও পরিবারের লোকজনকে প্রাণ নাশের হুমকি প্রদান করা হচ্ছে।

গাংনীর সাহারবাটিতে জমিজমা বিরোধে সংঘর্ষ, আহত ৩

গাংনীর সাহারবাটিতে জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধে উভয় পক্ষের সংঘর্ষে মহিলাসহ তিনজন আহত হয়েছেন। আহতদের গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।

আহতরা হলেন- সাহারবাটি গ্রামের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আবুল হোসেন খোকনের ছেলে আরাফাত হোসেন শাহিন (৩৫), হুমাইয়ুনের ছেলে জুয়েল(২৫) ও বাবুর স্ত্রী পলিয়ারা খাতুন(৩৭)।

আহত আরাফাত হোসেন শাহিনের পরিবার জানান, চাইনিজ কুড়াল দিয়ে কুপিয়ে রক্তাক্ত জখম করেছে প্রতিপক্ষ জুয়েল ও তার লোকজন।

গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে সাহারবাটি ফিল্ড পাড়ায় এ হামলার ঘটনা ঘটে। আহত শাহিনকে স্থানীয়রা রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেছেন।

শাহিনের পরিবারের অভিযোগ, জুয়েল হোসেন তাদের জমির সীমানা ঘেঁসে পানি পড়নের জায়গা না রেখেই বাড়ি নির্মাণ কাজ শুরু করে। এবিষয়ে তাদেরকে পানি পড়নের জায়গা রেখে বাড়ি নির্মাণ কাজ করতে বলা হয়। গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে শাহিন তার সাহারবাটি চারচারা বাজারস্থ

ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে মোটর সাইকেলে বাড়ি যাচ্ছিলেন।

এসময় সাহারবাটি ফিল্ড পাড়া গ্রামের হুমায়উনের ছেলে জুয়েল, সামছদ্দিনের ছেলে জাহাঙ্গীর ও রফিকুলসহ তার লোকজন পিছন দিক থেকে চাইনিজ কুড়াল দিয়ে মাথায় আঘাত করে।

এসময় আরাফাত হোসেন শাহিন মোটরসাইকেল থেকে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে গেলেও লোহার রড দিয়ে শরীরের বিভন্ন স্থানে আঘাত করে। পরে শাহিনের চিৎকারে স্থানীয় লোকজন ছুটে আসলে হামলাকারীরা পালিয়ে যায়।

খবর পেয়ে শাহিনের পরিবারের লোকজন তাকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন। জরুরী বিভাগের চিকিৎসক জানান, শাহিনের মাথায় আঘাতের কারনে প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়েছে। অবস্থা দেখে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।

এবিষয়ে জুয়েল ও তার লোকজনের সাথে কথা বলে জানা গেছে, জুয়েল তাদের নিজস্ব জমির ওপর বসতবাড়ি নির্মাণ করছিলেন। বাড়ি নির্মাণের কাজে বাঁধা দেয় শাহিন ও তার লোকজন। একপর্যায়ে শাহিন প্রথমে আমাদের মারধর শুরু করে। শুরু হয় উভয় পক্ষের মধ্যে সংর্ঘষ। এতে জুয়েল ও পলিয়ারা খাতুন আঘাতপ্রাপ্ত হন। স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে
গাংনী স্বাস্থ্যকমপ্লেক্সে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করা হয়েছে।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ বজলুর রহমান বলেন, বিষয়টি জানতে পেরে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। লিখিত অভিযোগ পেলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।

গাংনীতে ট্রাক চাপায় রাজমিস্ত্রি নিহত, আহত ১

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার চেংগাড়া বাজারে বালি ভর্তি ট্রাক চাপাই মুলায়েম হোসেন (৪৫) নামের এক রাজমিস্ত্রি নিহত হয়েছেন। আহত

হয়েছেন তার চাচাতো ভাই সাবেক সেনা সদস্য তইজদ্দিন (৫৫) নামের এক রাজমিস্ত্রি।
নিহত মুলাম হোসেন দৌলতপুর উপজেলার নাটনা পাড়া গ্রামের মৃত আফেল মন্ডলের ছেলে। আহত তইজদ্দিন একই গ্রামের দারেজ মন্ডলের ছেলে। বৃহস্পতিবার সন্ধায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। পথচারীরা এসময় ঘাতক ট্রাকটি আটক করেছে।

স্থানীয়রা জানান, মুলাম হোসেন ও তার চাচাতো ভাই তাইজদ্দিন মন্ডল গাংনী সন্ধানী স্কুল পাড়ায় কাজ শেষে মোটর সাইকেল যোগে বাড়ি ফিরছিলেন । গাংনীর চেংগাড়া বাজার এলাকায় পৌছালে মোটর সাইকেল নিয়ন্ত্রন হারায়। এসময় কুষ্টিয়া থেকে মেহেরপুর গামী দ্রতগ্রতির একটি বালি ভর্তি ট্রাকের পিছনের চাকার নিচে পিষ্ট হয়ে রাজমিস্ত্রি মোটরসাইকেল আরোহী মুলাম হোসেন ঘটনা স্থলেই নিহত হয়। এসময় মোটর সাইকেল থেকে ছিটকে পড়ে আহত হয় মোটর সাইকেল চালক সাবেক সেনা সদস্য তইজদ্দিন। স্থানীয়রা আহত তইজদ্দিনকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসেন।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ বজলুর রহমান জানান,ঘটনা স্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। স্থানীয়রা কুষ্টিয়া ট-১১-২৭২০ নাম্বারের ট্রাকটিকে আটক করেছে। অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা নেয়া হবে। ময়না দতন্তের পর নিহতের মরদেহ পরিবারের কাছে দেয়া হবে।

Ministers visited Mujibnagar Shawdhinata Road

Minister for the Local Government Rural Development and Cooperative (LGRD) Ministry Tajul Islam and Forhad Hossain, MP, State Minister for Public Administration Ministry visited Mujibnagar Shawdhinata road today (Thursday) .

They visited the historical independence road (Shawdhinata Sorok) located at Mujibnagar, Meherpur which is to be reconstructed soon. During the visit, the LGRD minister said

that the defeated force did not support the place where many memories of independence were intertwined after the assassination of Bangabandhu in 1975. Similarly it was also kept neglected. After coming to the power the Prime Minister Sheikh Hasina, just as the heroic freedom fighters are being honored, the places commemorating the war are also being preserved. On April 17, the Kolkata-Mujibnagar road was renamed as Swadhinata Road.

When asked LGRD minister Tajul Islam told to the journalists that both the former and the current mayors of Dhaka bear the same party's ideology. However, there may be differences in their thinking, consciousness and actions. The piercing words that has started between them will make the party more well-organized. However, it will not have any negative impact on the common activists.

Speaking on the occasion, State Minister for Public Administration and President of Meherpur District Awami League Farhad Hossain said, "The design of the work worth Tk 1,000 crore in Mujibnagar will be finalized as per the promise of the Prime Minister." It will be tabled at the meeting of ECNEC very soon. It is expected that work will start in the next financial year. If it is implemented, the entire history of the liberation war from Mujibnagar will be presented to the visitors from home and abroad.

On the occasion a meeting was also held in the conference hall of the Mujibnagar motel where Dr. Monsur Alam Khan, Deputy Commissioner, Meherpur was in the chair. Among others, Shahiduzzaman, MP, Helaluddin, Senior Secretary, Local Government Division, Abdur Rashid Khan, Chief Engineer, LGED, Saifur Rahman, Chief Engineer, Public Health Engineering and S M Murad Ali, Police Super were present.

কন্যা শিশুর বাড়ি যাচ্ছে পুলিশের উপহার

চুয়াডাঙ্গায় কন্যা শিশু ভূমিষ্ট হওয়ার খবর পেলেই শিশুর বাড়িতে পৌঁছে দেয়া হচ্ছে নতুন পোশাক ও ফুল। চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ এ ব্যতিক্রমী উদ্যোগ নিয়েছে।
বৃহস্পতিবার পর্যন্ত অন্তত ২৩ পরিবারে পৌঁছে দেয়া হয়েছে জেলা পুলিশের উপহার।

জেলা পুলিশের মিডিয়া সেলে দায়িত্বরত এএসআই রজিবুল ইসলাম জানান, গত ১০ জানুয়ারি প্রথম সদ্য ভূমিষ্ট দুই শিশুর পরিবারে জেলা পুলিশের উপহার পৌঁছে দেয়া হয়। বৃহস্পতিবার দুপুর পর্যন্ত ২৩ শিশুকে এ উপহার দেয়া হয়েছে।

পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলাম জানান, নারীর ক্ষমতায়ন, নারী ও শিশু নির্যতান প্রতিরোধ এবং লিঙ্গ বৈষম্য দূর করতে জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে এ উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

সম্প্রতি চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের ফেসবুক পেজের একটি পোস্ট ভাইরাল হয়। পোস্টে পুলিশ কন্ট্রোলরুমের একটি মোবাইলফোন নম্বর (০১৩২০-১৪৯০৯৮) দিয়ে বলা হয় ‘কন্যাসন্তান জন্ম হলে ফোন করুন, উপহার পৌঁছে যাবে সাথে সাথে।’

মেহেরপুরে মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে বিএনসিসির মাস্ক ও

লিফলেট বিতরণ

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে স্বেচ্ছাসেবা সপ্তাহ ক্যাম্পিং-এ বৈশ্বিক মহামারী কোভিড-১৯ পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে জনগণকে সচেতন করার জন্য র্যালী, মাস্ক এবং লিফলেট বিতরণসহ ডেঙ্গু প্রতিরোধে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা করা হয়।
বৃহস্পতিবার সকালে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর (বিএনসিসি) সুন্দরবন রেজিমেন্ট খুলনা এ কর্মসূচী আয়োজন করে।
মেহেরপুর জেলা পরিষদের সামনে সুন্দরবন রেজিমেন্ট খুলনার জি রেজিমেন্টের কমান্ডার মেজর জসীম উদ্দীনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর রফিকুল ইসলাম।
এসময় তিনি বলেন, বিশ্বব্যাপী বৈশ্বিক মহামারী করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে বাংলাদেশ সরকার মুজিব বর্ষ বাস্তবায়নের এই মহামারি মোকাবেলায় জোর দিয়েছেন। এর প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকারসহ বাংলাদেশের সকল সরকারি, বেসরকারি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান সমূহের পাশাপাশি দেশের সশস্ত্র বাহিনী এই মহামারি মোকাবেলায় সরাসরি অবদান রেখে চলেছেন।
এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন, ২৩ বিএনসিসি ব্যাটালিয়ন অ্যাডজুডেন্ট জহির আহমেদ, কমান্ডার লে. আব্দুর রহিম, পিইউও মুন্সি এ এইচ এম রাশেদুল হক প্রমুখ।
মেহেরপুর সরকারি কলেজ, মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজ ও মুজিবনগর সরকারি ডিগ্রী কলেজের বিএনসিসির সদস্যরা এ কর্মসূচীতে অংশ নেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন, সার্জেন্ট আসাদুজ্জামান খাকি ও মেহতা তাবাসসুম আদ্রিতা।

কুমারখালীতে সড়ক দুর্ঘটনায়

নিহত ১

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে মালবাহী ট্রাকের ধাক্কায় মহিলা ভ্যানযাত্রী নিহত ও ভ্যানচালক মারাত্মক আহত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকালে কুষ্টিয়া -রাজবাড়ী আঞ্চলিক মহাসড়কের খয়েরচারা মাঠপাড়া ডা. রশিদের ইট ভাটার সামনে এই ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সকালে কুমারখালী মুখী ইঞ্জিনচালিত ভ্যানে সুলতানপুর গ্রামের মৃত আকমল হোসেনের স্ত্রী কুটি (৫৫) তার নাতি ছেলে রিয়াদ (৭)কে স্কুলে নিয়ে যাবার সময় পিছন থেকে মালবাহী ট্রাক (ঢাকা-মেট্র-ট- ১৮-১০৫২) ধাক্কা দিলে ভ্যানচালক সহ তিনজনই রোডের উপর ছিটকে পড়েন।

তাদেরকে কুমারখালী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মহিলা যাত্রী কুটিকে মৃত ঘোষনা করেন। এবং ভ্যানচালক মুরাদের (৫০) অবস্থা আশংকাজনক হওয়া তাকে কুষ্টিয়া সদর হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। এবং নাতি ছেলে রিয়াদের মাথায় দুটি সেলাই দেয়া হয়েছে সে আশংকামুক্ত।

এ বিষয়ে কুমারখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. মজিবুর রহমান জানান মালবাহী ট্রাক পিছন থেকে ধাক্কা দেয়ায় সড়কের উপর ছিটকে পড়ে মহিলা যাত্রী মারা গেছেন। ট্রাক ড্রাইভার পালিয়েছে। এবং জব্দকৃত ট্রাক সড়ক ও জনপদ বিভাগের পুলিশের হেফাজতে নেয়া হয়েছে।

স্বাধীনতা সড়ক বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় হবে-মুজিবনগরে এলজিআরডি

মন্ত্রী

এম এফ রুপক/ শাকিল রেজাঃ
ভারত থেকে যে পথ দিয়ে জাতীয় চার নেতা মেহেরপুরের ঐতিহাসিক মুজিবনগরে এসে শপথ নিয়েছিলেন সেটি ‘স্বাধীনতা সড়কে রূপান্তরিত হচ্ছে। স্বাধীনতা সড়ক বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশ ও ভারতের মানুষের যাতায়াতের ব্যবস্থা সহজ হবে। পারস্পরিক সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় হবে। মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি স্মারক হিসেবে সড়কটি আবারও মানুষের পদচারণায় মুখরিত হবে।

বৃহস্পতিবার স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী তাজুল ইসলাম এমপি মুজিবনগরে স্বাধীনতা সড়ক পরিদর্শনকালে একথা বলেন।

এছাড়াও তিনি বলেন, এই সড়কের ফলে একদিকে যেমন দু-দেশের সম্পর্ক সুদৃঢ় হবে অন্যদিকে এলাকার ব্যাপক উন্নয়ন হবে। মুজিবনগর পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে আরও সমৃদ্ধ হবে।

মেয়র তাপস ও সাইদ খোকনের মধ্যে সম্প্রতি যে বাকবিতন্দা চলছে এ বিষয়ে তিনি সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, সকল শ্রেনী পেশার মানুষের মধ্যে মত পার্থক্য থাকতেই পারে। এই মত পার্থক্য প্রকাশ্যে আলোচনা হয়েছে, কথা কাটাকাটি হয়েছে। এটি সাময়িক ভুল বোঝাবুঝি। আওয়ামীলীগের জন্য এটি অকল্যানকর কিছু না।

এলজিআরডি মন্ত্রী তাজুল ইসলামের সফর সঙ্গি হিসেবে ছিলেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ও মেহেরপুর ১ আসনের সংসদ সদস্য ফরহাদ হোসেন।

চেকপোষ্টের বিষয়ে তিনি বলেন, শুক্রবার ১৫ জানুয়ারি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয় থেকে পরিদর্শনে আসবে। খুব দ্রুত চেকপোষ্টের কাজও শুরু হবে। কবে নাগাদ মুজিবনগর পর্যটন কেন্দ্রের নতুন নকশার কাজ শুরু হবে, এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, সব চেয়ে বড় স্থাপনা হবে আমদের এই মুজিবনগরে। এই স্থাপনাটি তৈরি করছি আমরা সময় দিয়ে অত্যন্ত গুরেুত্বসহকারে।

মাননীয় মুক্তিযোদ্ধা মন্ত্রী মহদয়কে নিয়ে সর্বশেষ একটি মিটিং করেছি। আশা করছি আগামী অর্থ বছর থেকে মুজিবনগর পর্যটন কেন্দ্রের নতুন নকশার কাজ শুরু করতে পারবো।
এর আগে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মোঃ তাজুল

ইসলাম এমপি এবং জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি হেলিকপ্টারযোগে মুজিবনগরে পৌছান। এর পর পর্যটন মোটেলে গার্ড অব অনার শেষে তিনি মুজিবনগর স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান, পুলিশ সুপার এস এম মুরাদ আলী, জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক প্রমুখ।